Cosmo School

নবম শ্রেণি

বাংলা ২য়পত্র

তারিখ: ২০/১০/২০

সমাস

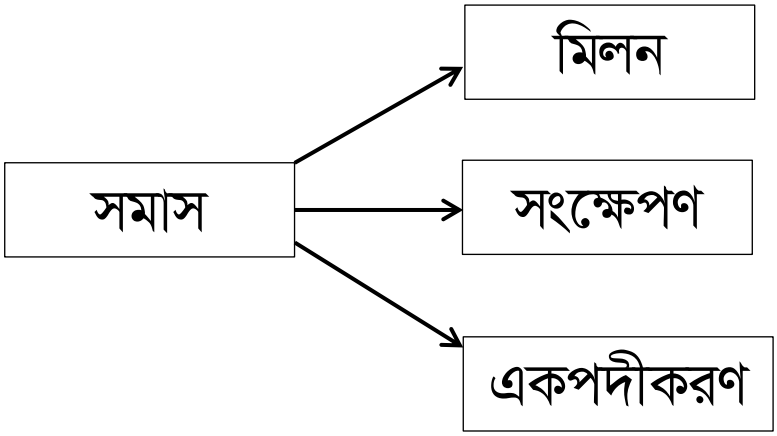

❖ অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে সমাস বলে।

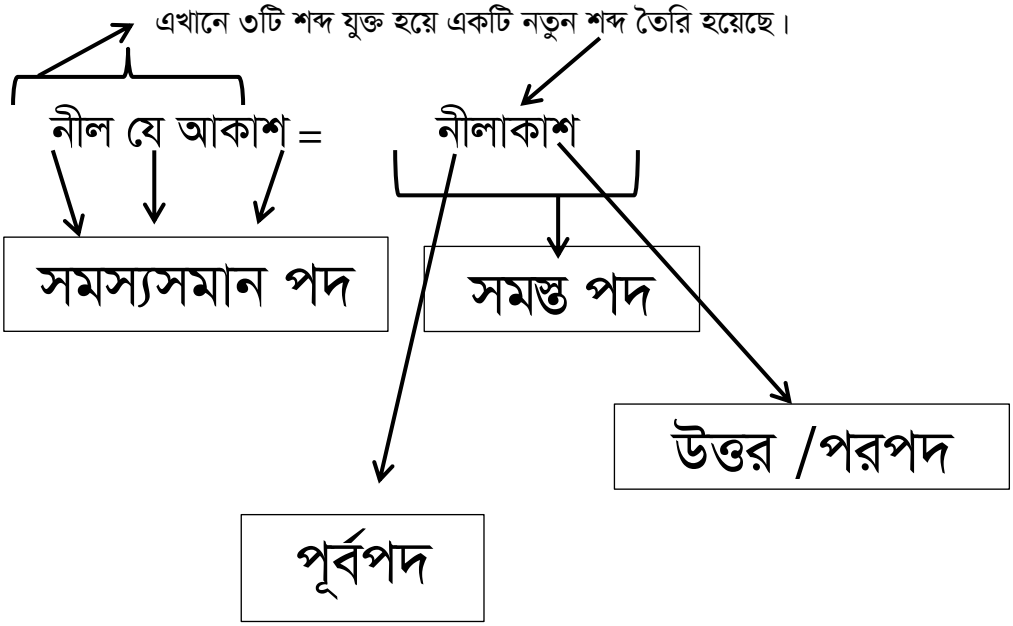

সমাসের প্রকারভেদ:

১. দ্বন্দ্ব সমাস
২. দ্বিগু সমাস
৩. কর্মধারয় সমাস
৪. বহুব্যীহি সমাস
৫. তৎপুরুষ সমাস
৬. অব্যয়ীভাব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস

সমাসের ক্ষেত্রে 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ জোড়া।

যে সমাসে দুই বা ততোধিক পদের মিলন হয় এবং সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধান থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।

পূর্বপদ + সংযোজক অব্যয় + পরপদ = সমাসবদ্ধ -পদ

↓ ↓ ↓

মাতা + ও + পিতা = মাতাপিতা

এখানে পূর্বপদ আর পরপদ উভয়ের অর্থই প্রধান রয়েছে।

❖ব্যাসবাক্যে সংযোজক অব্যয় হিসাবে এবং, ও আর ব্যবহৃত হয়।

➢ দ্বন্দ্ব সমাস নির্ণয়ের সহজ কৌশল:

- এতে পূর্বপদ ও পরপদ একই বিভক্তিযুক্ত থাকে এবং উভয় পদের অর্থই প্রধান থাকে। যেমন: পোকা-মাকড়
- পদ দুটি বিশেষ্য + বিশেষ্য , যেমন: আইন-আদালত, সভা-সমিতি ইত্যাদি
- বিশেষণ + বিশেষণ , যেমন: কাঁচা-পাকা, নরম-গরম , ভালো-মন্দ ইত্যাদি
- ক্রিয়া বিশেষ্য + ক্রিয়া বিশেষ্য যেমন: আসা-যাওয়া, ওঠা-বসা ইত্যাদি
- ক্রিয়াপদ + ক্রিয়াপদ যেমন: হেসে খেলে, উঠে-পড়ে ইত্যাদি।

➢ পূর্বপদ ও পরপদ মধ্যে সংযোজক অব্যয় হিসাবে এবং, ও ,আর ব্যবহৃত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়।

- মিলনার্থক শব্দযোগে: বাবা-মা, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি
- বিরোধার্থক শব্দযোগে: দা-কুমড়া, অহি-নকুল, শত্রু-মিত্র
- বিপরীতার্থক শব্দযোগে: আয়-ব্যায়, সাদা-কালো,ছোট-বড়
- অঙ্গবাচক শব্দযোগে: হাত-পা, নাক-কান, মাথা-মুন্ড,
- সমার্থক শব্দযোগে: হাট-বাজার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি,
- সংখ্যাবাচক শব্দযোগে: সাত-পাঁচ, উনিশ-বিশ, নয়-ছয়
- দুটি সর্বনাম যোগে : যা-তা, যথা-তথা, এখানে-সেখানে
- দুটি ক্রিয়াযোগে: দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা
- দুটি বিশেষণ যোগে: ভালো-মন্দ, কম-বেশি,আসল-নকল

❖ অলুক দ্বন্দ্ব: যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোন সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে।

যেমন: দুধে-ভাতে জলে-স্থলে

এখানে ‘এ’ বিভক্তি লোপ পায়নি।তাই এটি অলক দ্বন্দ্ব

এখানে দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে

এখানে ‘এ’ বিভক্তি

লেকচার সীট ও বইয়ের সাহায্যে ২৫টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর লিখ।